দৈনিক সংবাদ

তারিখ 08 SEP 1994
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

31

রাজশাহী বোর্ড

এসএসসি'র ফল নিয়ে বিতর্ক

দিনাজপুর, ৭ই সেপ্টেম্বর (নিজস্ব সংবাদদাতা)।– রাজশাহী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ১৯৯৪ সালের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় ১ম ও ৫ম স্থান লাভকারীদের সম্পর্কে খোদ দিনাজপুরে বিতর্ক উঠেছে।

দিনাজপুর জেলা স্কুলের সবচেয়ে কৃতী ছাত্র মোহাম্মদ রাকিবুল ইসলাম চৌধুরীর বাবা পুলিশ কর্মকর্তা মফিদুল ইসলাম

এসএসসি ঃ পৃঃ ৮ কঃ ১

এসএসসি ঃ ফল বিতর্ক

(১ম পৃষ্ঠার পর)

চৌধুরী তাই প্রশ্ন তুলেছেন। যা বিতর্কের ঝড় তুলেছে। ফলাফল প্রকাশের পর দিনাজপুর জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রীর মাধ্যমে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কাছে লেখা এক চিঠিতে বলেছেন, কম্পিউটার সেন্টার থেকে রাকিবুলকে দেয়া রোল ছিল ১২৯৯৮৪, কিন্তু বোর্ডের সরবরাহকৃত রোল ১২৯৯৮২–এ সে বাংলা ১ম ও ২য় পত্র, এবং ইংরেজি ১ম পত্রের পরীক্ষা দেয়। পরবর্তীতে বোর্ডের নির্দেশ অনুযায়ী কম্পিউটার সেন্টার প্রদত্ত রোল ১২৯৯৮৪–এ সে অবশিষ্ট পরীক্ষা সম্পন্ন করে। এ কারণেই প্রকাশিত ফলাফল সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠে। তিনি সঠিক ফলাফল প্রকাশের দাবি জানান।

রোল নম্বর সংক্রান্ত ওলোট–পালট হয়ে যাওয়ার কথা দিনাজপুর জেলা স্কুল কর্তৃপক্ষ স্বীকার করেছেন। যোগাযোগ করার পর দিনাজপুর জেলা স্কুলের নথি ঘেঁটে দেখা যায়, স্কুলের তৎকালীন প্রধান শিক্ষক ৮–৬–৯৪ তারিখে ১৫২/৭, স্মারকে ৭ জন অভিভাবককে দেয়া চিঠিতে স্বীকার করেন যে, 'প্রিন্ট আউট কপি ও প্রবেশপত্রে ৭ জন ছাত্রের নামের গরমিল সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনের লক্ষ্যে বোর্ডের নির্দেশক্রমে বিষয়টি বোর্ডসহ ঢাকা কম্পিউটার কেন্দ্রকে অবহিত করেছেন'।

একটি তথ্যনির্ভর সূত্র জানায়, কম্পিউটার কেন্দ্রের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তার মতে, দিনাজপুর জেলা স্কুলের ৭ জন এসএসসি পরীক্ষার্থীর নাম ও রোল নম্বরের মধ্যে ঘটে যাওয়া অসঙ্গতির কথা বোর্ড কর্তৃপক্ষ আদৌ তাদের অবহিত করেনি। এর ফলে আগের দেয়া রোল অনুযায়ী ফলাফল নির্ধারিত হয়।

জেলা স্কুল সূত্রে জানা যায়, রাকিবুল ইসলাম চৌধুরী বাংলা উভয়পত্র এবং ইংরেজি প্রথমপত্রের পরীক্ষা যখন দেয় এ প্রবেশপত্রে ছিল রোল নং ১২৯৯৮২, কম্পিউটার প্রদত্ত নং ১২৯৯৮৪। ইংরেজি দ্বিতীয়পত্রের বেলায় বোর্ডের নির্দেশে তাকে কেবলমাত্র কম্পিউটার প্রদত্ত নং ১২৯৯৮৪ রোল হিসেবে ব্যবহার করতে হয়। অপরদিকে এ এফ এম আশেক ইমরানের প্রথম তিন দিন প্রবেশপত্রে রোল ছিল ১২৯৯৮৪ এবং কম্পিউটার নং ছিল ১২৯৯৮৬। সে ইংরেজি দ্বিতীয় পত্র থেকে অবশিষ্ট সব পরীক্ষা দেয় শেষের কম্পিউটার প্রদত্ত ১২৯৯৮৬ নম্বরে। বোর্ড কর্তৃপক্ষ রোল নম্বর পরিবর্তনের বিষয়টি কম্পিউটার কেন্দ্রকে অবহিত না করায় যুক্তিযুক্তভাবে কম্পিউটারে সম্পন্ন নম্বর বিন্যাস অনুসারে রাকিবুলের ইংরেজী দ্বিতীয় পত্রসহ মোট ৭টি বিষয়ের নম্বর গিয়ে আশেক ইমরানের সাথে এবং আশেক ইমরানের ওই ৭টি বিষয়ের নম্বর আশেকুর রহমানের সাথে যুক্ত হয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। প্রকাশিত ফলাফল অনুযায়ী সম্মিলিত মেধা তালিকায় আশেক ইমরান প্রথম ও আশেকুর রহমান ৫ম স্থান অধিকার করে।

উল্লেখ্য, রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের ১৯৯৪ সালের এসএসসি পরীক্ষা চলাকালীন দিনাজপুর জেলা স্কুল থেকে পরীক্ষার্থী রাকিবুল ইসলাম, আহমেদ ফাহিম ফয়সাল, এ এফ এম আশেক ইমরান, মোহাম্মদ কামরুজ্জামান, তানভীর হায়দার চৌধুরী, আলী রেজা মোহাম্মদ মহসীন ও মোহাম্মদ আশিকুর রহমানের রোল নম্বর রদবদল হয়।